নিউ ইয়র্ক স্টেটের মানব পাচার আইন (Human Trafficking Law)

নিউ ইয়র্ক মানব পাচার সমস্যাটি খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। নিউ ইয়র্ক স্টেটের মানব পাচার আইন হচ্ছে দেশে প্রচলিত এ ধরনের অন্য সকল আইনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক যা এই অপরাধ রোধে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

নিউ ইয়র্কের আইনে যৌন এবং শ্রম পাচার অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে পারে এবং চিহ্নিত করতে পারে, আইনজীবীগণ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আইনে মামলা উত্থাপন করছে এবং প্রশাসন সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে যাতে পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তি প্রয়োজনে সেবা পেতে পারে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের সংস্থাগুলোর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হন যাতে পাচারে শিকার হওয়া ব্যক্তির জন্য ব্যাপক আকারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

যখন পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় তখন নিউ ইয়র্ক স্টেট তাদের সহায়তা প্রদান করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

নম্বর ও যোগাযোগের তথ্য

আপনি যদি সন্দেহ করে থাকেন যে, কোনো ব্যক্তি মানব পাচারের শিকার হয়েছে তাহলে আপনার স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি যদি মনে করেন যে কোনো সম্ভাব্য মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির জীবন মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে তাহলে 911 নম্বরে কল করুন।

দ্য ন্যাশনাল হিউম্যান ট্র্যাফিকিং রিসোর্স সেন্টার (National Human Trafficking Resource Center, NHTRC) একটি জাতীয়, টোল-ফ্রি এবং গোপনীয় হটলাইন, যা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে দিনের 24 ঘণ্টা, সপ্তাহের 7 দিন ও বছরের প্রতিটি দিনেই কলের প্রতিক্রিয়া জানায়। মানব পাচারের শিকার বা শিকার হওয়ার সন্দেহ করছেন এমন যেকোনো ব্যক্তির জন্যই এটি উন্মুক্ত।

আরও তথ্যের জন্য বা যেকোনো পরামর্শ রিপোর্ট করতে

কল করুন: 888-3737-888

অথবা

BeFree (233733)

এ একটি বার্তা পাঠান।

আরও জানতে যোগাযোগ করুন:

নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিভিশন অব ক্রিমিনাল জাস্টিস সার্ভিসেস (New York State Division of Criminal Justice Services)
www.criminaljustice.ny.gov/pio/humantrafficking/humantrafficking.htm

নিউ ইয়র্ক স্টেট অফিস অব টেম্পোরারি অ্যান্ড ডিজেব্যালিটি অ্যাসিসট্যান্স (New York State Office of Temporary and Disability Assistance)
otda.ny.gov/programs/bria/trafficking.asp

NEW YORK STATE OF OPPORTUNITY. | Office of Temporary and Disability Assistance

otda.ny.gov

Pub-5008-BE (Rev. 12/15)

মানব পাচার অবৈধ

মানব পাচার:
একটি মানবাধিকার লঙ্ঘন

মানব পাচার হচ্ছে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। এটি এক ধরনের নির্যাতনমূলক আচরণ যাতে মুনাফার আশায় সম্পদের মতো মানুষ কেনাবেচা করা হয়।

পাচারকারীরা ক্রমাগত তাদের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের ভয় দেখায় বা তাদের পরিবারের মানুষদের আঘাত করার হুমকি প্রদর্শন করে।

পাচারের শিকার হওয়া অধিকাংশ ব্যক্তি বোঝে না যে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বা পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তি হচ্ছে অপরাধী। পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদেরও অধিকার রয়েছে এবং তাদের সুরক্ষা করার জন্য ও পাচারকারীদের শাস্তি প্রদানের জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেটে মানব পাচার রোধে আইন রয়েছে।

কারা ঝুঁকিতে থাকে?

পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়ই ভালো মানের কাজ এবং উন্নত জীবনের মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে এবং তারপর পাশবিকভাবে কাজে প্রবেশ করানো হয় এবং অবৈধ কাজ করানো হয়।

সকল ধর্ম এবং বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুরা মানব পাচারের ঝুঁকিতে থাকে -- এতে কোনো বৈষম্য নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা অন্যান্য দেশের নাগরিকও পাচারের শিকার হতে পারে।

পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করা হতে পারে বা তারা নির্যাতিত হতে পারে:

- ভিক্ষা করানো হতে পারে বা ছোটখাট অপরাধ করানো হতে পারে
- মাদক চোরাচালান করানো হতে পারে
- বাড়িতে ক্রীতদাস হিসেবে রাখা হতে পারে
- সাধারণ শ্রমিক হিসেবে রাখা হতে পারে
- বাণিজ্যিকভাবে যৌন কর্মে নিয়োজিত করা হতে পারে

মানব পাচারের শিকার কোনো ব্যক্তি আপনার প্রতিদিনকার দেখা মানুষগুলোর মতোই।

পাচার হওয়ার লক্ষণসমূহ

হতে পারে এমন কেউ:

- যিনি দেখতে অঙ্গহীন, যার অঙ্গে চিহ্নিত বা ট্যাটু অঙ্কন করা
- কোনো ব্যক্তিগত আইডি বা আইনগত নথিপত্রহীন বা তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো না কোনো পেশায় নিযুক্ত থাকে
- তারা যেখানেই যাক না কেন তাদের উপর কঠোর নজরদারী থাকে
- তারা যেখানে কাজ করে সেখানেও তাদের উপর নজর রাখা হয় বা তাদের বাসস্থান থাকে বসবাসের অনুপযুক্ত
- তাদেরকে অন্যান্য কর্মীদের সাথে দল বেঁধে থাকতে হয় এবং/বা চলাফেরা করতে হয়
- তাদের কাজের উপযুক্ত পোশাকের অভাব থাকে
- তাদের কোনো নগদ অর্থ থাকে না বা তাদের আয়ের উপর তাদের কোনো অধিকার থাকে না
- তাদের দেখে মনে হয় তারা অপুষ্টিতে ভুগছে বা ক্ষুধার্ত

হতে পারে এমন শিশু:

- যারা দেখতে ভীত বা তাদের দেখে বোঝা যায় যে তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত
- পোশাক থাকে তবে তা বয়স উপযোগী নয়
- শিশুদের জন্য উপযুক্ত নয় এমন কাজে নিয়োজিত রাখা হয়
- যে বয়সে শিশুরা স্কুলে যায় সে বয়সে তারা কাজে নিয়োজিত থাকে

হেদারের গল্প...

হেদারের বাড়ি নিউ ইয়র্কের আপস্টেটে এবং 16 বছর বয়সে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। একটি দম্পতির সাথে তার সাক্ষাৎ হয় যারা আশ্বস্ত করেছিল যে আপস্কেল রেস্টুরেন্টে একজন হোস্টেস হিসেবে তাকে কাজ খুঁজে দিবেন। যাহোক, "কাজের" প্রথম দিনে তারা তাকে বলেছিল যে তার পরিবহন, বাসস্থান এবং খাবার বাবদ দেনা পরিশোধের জন্য তাকে বারে কাজ করতে হবে।

কোথায় পাচার হয়?

আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলোর মাধ্যমে মানব পাচার করা হয় এবং দেশ, স্টেট, সিটি বা শহরের মধ্য দিয়েও পাচার কার্য সম্পন্ন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশেই মানব পাচার হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং অনেক কাজের সুযোগ থাকার জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেটকে মানব পাচারের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মানব পাচার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অবস্থানে ঘটে থাকে। এটি ঘটতে পারে:

- রেস্টুরেন্টে
- কৃষি ক্ষেত্রে/ফার্মে
- ব্যক্তিগত বাড়িতে
- হোটেলে
- ল্যান্ডস্কেপ/নির্মাণ সাইটে
- কারখানা ও সোয়েটশপে
- নেইল স্যালনে
- বয়স্কদের ক্লাবে
- পতিতালয়ে
- ম্যাসাজ পার্লারসমূহে

জর্জের গল্প...

জর্জকে মেক্সিকো থেকে লং আইসল্যান্ডের ফার্মিং কমিউনিটিতে উচ্চ-বেতনের ফার্ম জবের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। যখন সে পৌঁছাল, তখন তার "নিয়োগকর্তা" বলল তারা তাকে কমপক্ষে দুই মাস বেতন প্রদান করবে না। জর্জের কাগজপত্র ও আইনি নথিপত্র তার নিয়োগকর্তা "জিম্মি" রেখেছিল যে কারণে সে মেক্সিকো ফিরে যেতে অক্ষম ছিল।